প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮০

(১৯৮০ সালের ৭ নং আইন)

সুচিপত্র

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

৪। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার

৫। প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল

৬। প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার

৬ক। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৩ এর প্রয়োগ

৭। ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি

৭ক। আবেদনকারীর মৃত্যু

৭খ। আবেদনের সংশোধন

৭গ। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম পরিদর্শন

৮। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশের বাধ্যতামূলক কার্যকারিতা

৯। বাধা প্রদানকারীর দণ্ড

১০। আদালতের এখতিয়ার প্রয়োগে বাধা

১০ক। ট্রাইব্যুনাল অবমাননা

১১। আইনের প্রাধান্য

১২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৩। হেফাজত

তপশিল

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮০

(১৯৮০ সালের ৭ নং আইন)

[৫ জুন, ১৯৮১]

প্রজাতন্ত্রের বা [১][কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের] কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলি সম্পর্কিত বা উহা হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের [কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের] কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলি সম্পর্কে বা উহা হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার-প্রয়োগের জন্য সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার বিধান রহিয়াছে; এবং

যেহেতু অনুরূপ এখতিয়ার প্রয়োগ এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয়াদির জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-(১) এই আইন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

[২][(কক) "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই আইনের তপশিলে উল্লিখিত কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সংস্থা; এবং]

(খ) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বা প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল।

৩। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হইলে, প্রত্যেকটি ট্রাইব্যুনাল যে এলাকার মধ্যে উহার এখতিয়ার প্রয়োগ করিবে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহা নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

(৩) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এক সদস্য বিশিষ্ট হইবে, যিনি জেলা জজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বা আছেন এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

---

[১] প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৬০নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা "কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[২] প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৬০নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা দফা (কক) সন্নিবেশিত।

(৪) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের কোনো সদস্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি সাপেক্ষে উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

৪। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার।- (১) প্রজাতন্ত্রের [১][বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের] কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তাহার পেনশনাধিকারসহ কর্মের শর্তাবলি সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে, অথবা প্রজাতন্ত্রের [২][বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের] কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে তাহার সম্পর্কে গৃহীত কোনো ব্যবস্থা সম্পর্কে দাখিলকৃত আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের একক এখতিয়ার থাকিবে।

(২) প্রজাতন্ত্রের [৩][বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের] কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি তাহার পেনশনাধিকারসহ কর্মের শর্তাবলি সংক্রান্ত কোনো আদেশ বা সিদ্ধান্ত, অথবা প্রজাতন্ত্রের [৪][বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের] কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে তাহার সম্পর্কে গৃহীত কোনো ব্যবস্থার দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্রের [৫][বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের] কর্মের শর্তাবলি অথবা উক্ত কর্মের শৃঙ্খলা সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন যে উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আদেশ, সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা বাতিল, পরিবর্তন বা সংশোধন হইতে পারে, সেই উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত আদেশ, সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে কোনো আবেদন পেশ করা যাইবে না:

[৬][তবে আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শর্তাংশে উল্লিখিত আদেশ, সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থার ব্যাপারে পুনর্বিবেচনার জন্য কোনো আপিল বা আবেদনের উপর উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে তারিখে আপিল বা আবেদন দায়ের বা পেশ করা হইয়াছিল, যদি সেই তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে যদি কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ সময়সীমা উত্তীর্ণের পর, এই ধারার অধীন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে আবেদন পেশ করিবার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্তরূপ উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ আপিল বা আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে:]

তবে আরও শর্ত থাকে যে, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোনো আবেদন গৃহীত হইবে না যদি না, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আদেশ প্রদান, সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা গ্রহণের অথবা উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে আবেদন করা হয়।

(৩) এই ধারায় "প্রজাতন্ত্রের [৭][বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের] কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি" অর্থে উক্ত কর্ম হইতে অবসর প্রদান করা হইয়াছে বা অবসর গ্রহণ করিয়াছেন অথবা বরখাস্ত, অপসারণ বা অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে

---

১ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৬০নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা "বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

২ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৬০নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা "বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

৩ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৬০নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা "বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

৪ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৬০নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা "বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

৫ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৬০নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা "বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

৬ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা শর্তাংশ সন্নিবেশিত।

৭ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৬০নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা "বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

এইরূপ কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবেন, তবে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা [১][অথবা বাংলাদেশ রাইফেলসের] কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

৫। প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একটি প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করিবে।

[২][(২) প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান এবং দুইজন সদস্যসমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে অধিষ্ঠিত আছেন বা ছিলেন অথবা অনুরূপ বিচারক হইবার যোগ্য এইরূপ কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান হইবেন, এবং অপর দুইজন সদস্যের মধ্যে, একজন অন্যূন সরকারের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত আছেন বা ছিলেন এইরূপ কোনো কর্মকর্তা এবং অপর জন জেলা জজের পদে অধিষ্ঠিত আছেন বা ছিলেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি।

(৪) প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান অথবা অপর কোনো সদস্য, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

৬। প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার।- (১) কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিলের শুনানি ও নিষ্পত্তির এখতিয়ার প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের থাকিবে।

(২) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের কোনো আদেশ বা সিদ্ধান্ত দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি উক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

[(২ক) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আপিলকারী যদি প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, তাহার তিন মাস সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করিতে না পারিবার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহা হইলে উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত তিন মাসের সময়সীমার পরও, তবে ছয় মাসের অধিক নহে, আপিল দায়ের করা যাইবে।]

(৩) প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল, আপিলের প্রেক্ষিতে, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের যে কোনো আদেশ বা সিদ্ধান্ত বহাল, বাতিল, পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে, এবং কোনো আপিলে, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই, [ধারা ৬ক সাপেক্ষে], চূড়ান্ত হইবে।

[৩][**৬ক। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৩ এর প্রয়োগ।-** এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা হইল যে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৩ এর বিধানাবলি হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য হয়, সেইরূপে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হইবে।]

৭। ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি।- (১) দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন কোনো মামলার বিচারকালে দেওয়ানি আদালতের যে সকল ক্ষমতা রহিয়াছে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে কোনো আবেদন বা, ক্ষেত্রমত, আপিল শুনানিকালে, কোনো ট্রাইব্যুনালেরও সেই সকল ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

---

১ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা "বা বাংলাদেশ রাইফেলস" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

২ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা পূর্ববর্তী উপ-ধারা (২) ও (৩) এর পরিবর্তে উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) প্রতিস্থাপিত।

৩ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা ধারা ৬ক সন্নিবেশিত।

(ক) কোনো ব্যক্তির প্রতি সমন জারি ও তাহার হাজিরা প্রদানে বাধ্য করা এবং শপথপূর্বক তাহাকে পরীক্ষা করা;

(খ) কোনো দলিলের উদঘাটন ও উপস্থাপনে বাধ্য করা;

(গ) হলফপূর্বক সাক্ষ্যদানের আদেশ প্রদান;

(ঘ) কোনো অফিস হইতে কোনো পাবলিক রেকর্ড বা উহার কোনো অনুলিপি তলব করা;

(ঙ) সাক্ষী বা দলিলাদি পরীক্ষার জন্য কমিশন জারি করা;

(চ) নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

(২) ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে সম্পাদিত যে কোনো কার্য দণ্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৯৩ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে একটি বিচারিক কার্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত স্থান বা স্থানসমূহে ট্রাইব্যুনালের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

[১][(৩ক) প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণের মধ্যে কোনো মতপার্থক্যেরে ক্ষেত্রে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত প্রাধান্য পাইবে।]

[২][(৩খ) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি শুনানি চলাকালে কোনো কারণে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের কোনো সদস্য কোনো বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন বা উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে চেয়ারম্যান ও উপস্থিত অন্য সদস্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আপিল নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।]]

(৪) ও (৫) [প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সনের ৩৮ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা বিলুপ্ত।]

(৬) কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সদস্য বা প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের [৩][চেয়ারম্যান] ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যেরূপ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিবেন, সেইরূপ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

[৪][(৭) প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল, স্বপ্রণোদিত হইয়া অথবা যে কোনো পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে, অথবা কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল হইতে প্রেরণের কারণে, যদি ন্যায় বিচারের স্বার্থে ন্যায়ানুগ ও সুবিধাজনক বিবেচনা করে, তাহা হইলে উহা, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোনো মামলা উহার কার্যধারার যে কোনো পর্যায়ে, এক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে বদলি করিতে পারিবে।]

(৮) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কোনো ট্রাইব্যুনাল কোনো আবেদন বা, ক্ষেত্রমত, আপিল শুনানির উদ্দেশ্যে নির্ধারিত কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা কোনো বিষয়ে কোনো কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

---

১ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা উপ-ধারা (৩ক) এবং (৩খ) সন্নিবেশিত।

২ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ২ (ক) দ্বারা উপ-ধারা (৩খ) প্রতিস্থাপিত।

৩ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা "বা সদস্য" শব্দটির পরিবর্তে "বা চেয়ারম্যান" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

৪ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ২ (খ) দ্বারা উপ-ধারা (৭) প্রতিস্থাপিত।

[১][**৭ক। আবেদনকারীর মৃত্যু।-** (১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত হন এবং উক্ত বরখাস্তকরণ বা অপসারণের বিরুদ্ধে ধারা ৪ এর অধীন আবেদন পেশ করা হয় এবং উক্ত ব্যক্তি মামলাটি বিচারাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদনকারীর মামলা বহাল থাকিবে যদি তাহার চাকরি আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন পেনশনযোগ্য হইয়া থাকে।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন মামলা বহাল থাকে, সেইক্ষেত্রে আবেদনকারীর মৃত্যুর তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, আপিল বিভাগের নিকট পেশকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, মৃত আবেদনকারীর এইরূপ কোনো বৈধ প্রতিনিধিকে তাহার স্থলে প্রতিস্থাপিত করা যাইবে, যিনি আবেদনকারীর মৃত্যুতে বা অবসর গ্রহণের ফলে, তাহার পেনশন ভোগের অধিকারী হইতেন।

(৩) মৃত ব্যক্তি অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে তাহাকে যেরূপ পেনশনগত সুবিধা পরিশোধ্য হইত, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মৃত আবেদনকারীর বৈধ প্রতিনিধিও সেইরূপ পেনশনগত সুবিধার অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পেনশনগত সুবিধা পরিশোধ্য হইবে না যদি না ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, আপীল বিভাগ বরখাস্তকরণ বা, ক্ষেত্রমত, অপসারণের আদেশ অবৈধ বা বাতিল বলিয়া ঘোষণা প্রদান করেন:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আবেদনকারী সেই তারিখে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা, ক্ষেত্রমত, অবসরগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যে তারিখে তিনি অপসারিত বা বরখাস্ত হইয়াছিলেন।

৭খ। আবেদনের সংশোধন।- ট্রাইব্যুনাল, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে, বিচার কার্যক্রমের যেকোনো স্তরে আবেদনকারীকে তাহার আবেদন পরিবর্তন বা সংশোধন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।]

[২][**৭গ। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম পরিদর্শন।-** প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম পরিদর্শন করিতে পারিবে।]

৮। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশের বাধ্যতামূলক কার্যকারিতা।- (১) প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের সকল সিদ্ধান্ত ও আদেশ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের জন্য, [৩][আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত ও আদেশ সাপেক্ষে, বাধ্যতামূলক হইবে]।

(২) কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সকল সিদ্ধান্ত ও আদেশ, [৪][আপীল বিভাগ বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশ] সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

৯। বাধা প্রদানকারীর দন্ড।- কোনো ব্যক্তি আইনসম্মত অজুহাত ব্যতিরেকে ট্রাইব্যুনালকে উহার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করিলে, ট্রাইব্যুনাল তাহাকে অনধিক এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড, অথবা অনধিক পাঁচশত টাকা জরিমানা, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবে।

১০। আদালতের এখতিয়ার প্রয়োগে বাধা।- এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনালের কোনো কার্যধারা, আদেশ বা সিদ্ধান্ত কোনো আদালতে চ্যালেঞ্জ, পুনর্বিবেচনা বা রহিত করা যাইবে না অথবা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

---

১ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা ধারা ৭ক এবং ৭খ সন্নিবেশিত।

২ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা ধারা ৭গ সন্নিবেশিত।

৩ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা "বাধ্যতামূলক হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত ও আদেশ সাপেক্ষে, বাধ্যতামূলক হইবে" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত।

৪ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা "প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপীল বিভাগ বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশ" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১][**১০ক। ট্রাইব্যুনাল অবমাননা**।- (১) প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল অথবা কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা প্রয়োগে অবমাননা করা হইলে, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ন্যায় অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) [প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা বিলুপ্ত।]

১১। আইনের প্রাধান্য।- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে।

১২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নলিখিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:-

(ক) আবেদন বা আপিল করিবার ফরম ও পদ্ধতি এবং তদুদ্দেশ্যে প্রদেয় ফিস;

(খ) কোনো আবেদন বা আপিল নিবন্ধন;

(গ) কোনো আবেদন বা, ক্ষেত্রমত, আপিল শুনানির ক্ষেত্রে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি;

(ঘ) নোটিশ, সমন ও ফরমায়েশের ফরম এবং উহা জারিকরণ;

(ঙ) ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যে সকল রেকর্ড ও রিপোর্ট রক্ষণাবেক্ষণ বা প্রস্তুত করা হইবে, তাহা নির্ধারণ;

(চ) কোনো ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা আদেশ কার্যকরকরণ;

(ছ) নির্ধারিত বা নির্ধারিত হইতে পারে এইরূপ অন্য কোনো বিষয়।

১৩। হেফাজত।- এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারভুক্ত কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো আদালতে বিচারাধীন সকল মামলা, আবেদন ও আপিল উক্ত আদালত কর্তৃক এইরূপে বিচার, শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হইবে যেন এই আইন কার্যকর হয় নাই।

---

[১] প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা ধারা ১০ক সন্নিবেশিত।

[১][তপশিল

[ধারা ২ (কক) দ্রষ্টব্য]

[২](১) বাংলাদেশ ব্যাংকসমূহ (জাতীয়করণ) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ এর পি ও নং ২৬) এর অধীন গঠিত সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংক

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ এর পি ও নং ১২৭) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক

[৩][(৩) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত।]

[৪][***]

(৫) বাংলাদেশ গৃহঋণ সংস্থা আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের পি ও নং ৭) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ গৃহঋণ সংস্থা।

(৬) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের পি ও নং ২৭) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

(৭) বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশ নং ৪৬) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন।

(৮) গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ নং ৪৬) এর অধীন গঠিত গ্রামীণ ব্যাংক।

[৫][(৯) বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশ নং ৩৮) এর অধীন গঠিত বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।]

[৬][(১০) কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের ৭ নং আইন) এর অধীন গঠিত কর্মসংস্থান ব্যাংক।]

[৭][(১১) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সালের অধ্যাদেশ নং ৫৩) এর অধীন গঠিত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।]

(১২) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৫ নং আইন) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

---

১ তপশিলটি প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সালের অধ্যাদেশ নং ৬০) এর ধারা ৫ দ্বারা সন্নিবেশিত করা হয়।

২ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ৪(ক) বলে পূর্ববর্তী অন্তর্ভুক্তি এই অন্তর্ভুক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়।

৩ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ৪ (খ) বলে পূর্ববর্তী অন্তর্ভুক্তি এই অন্তর্ভুক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়।

৪ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ৪ (গ) বলে পূর্ববর্তী অন্তর্ভুক্তি এই অন্তর্ভুক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়।

৫ ৯ নং ধারা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের৩১ নং আইন) ধারা ২ দ্বারা সংযোজন করা হয়েছে।

৬ ১০ নং ধারা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪১ নং আইন) ধারা ২ দ্বারা সংযোজন করা হয়েছে।

৭ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৬ নং আইন) এর ৪(ঘ) ধারা দ্বারা ১১ ও ১২ ধারাসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়।